

“পুঁজিবাজারে অস্থিরতা নিয়ে নাগরিক উদ্বেগ”

গোলটেবিল বৈঠক

পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি: সমাধান কোন্ পথে?

সিপিডি'র আইআরবিডি ২০১১ এর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত

উপস্থাপন করছেন

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

২৪ মার্চ, ২০১১

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

ড: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ডিস্টিংগুইশড ফেলো

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

সূচী

- সূচনা
- পুঁজিবাজারের অগ্রগতি: ২০০৬-১১
- ডিসেম্বর ২০১০-পূর্ব সময়কালে পুঁজিবাজারের পরিস্থিতি
- ডিসেম্বর ২০১০-পরবর্তী সময়কালে পুঁজিবাজারের পরিস্থিতি
- পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়ন: কতিপয় সুপারিশ

সূচনা

- পুঁজিবাজারের মূল ভূমিকা হলো শিল্পখাতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজি সরবরাহ করা
 - স্বল্প মেয়াদী লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা লাভ পুঁজিবাজারের মূল ভূমিকা নয়
- বাংলাদেশে শিল্পখাতে মূল বিনিয়োগ হয় ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে
 - শিল্পে বিনিয়োগে পুঁজিবাজারের ভূমিকা এখনও সীমিত
- কিন্তু পুঁজিবাজারে প্রচুর অর্থের সমাগম হচ্ছে
 - পুঁজিবাজারে পরিপক্বতা ও দক্ষতার অভাবে আর্থিক খাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে

পুঁজিবাজারের অগ্রগতি: ২০০৬ থেকে ২০১১

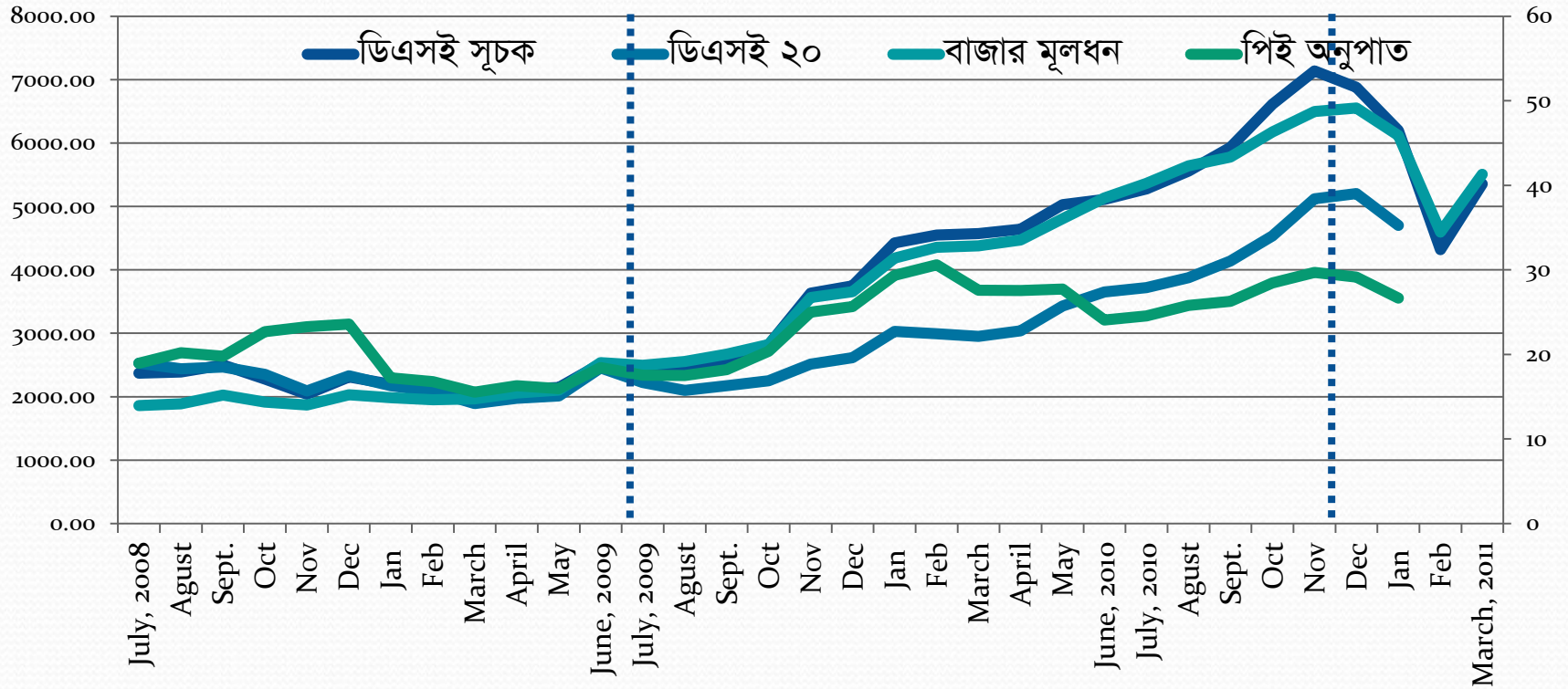
- ২০০৫-০৬ সাল থেকে বাজার সূচকগুলো ধীরে ধীরে বেড়ে ২০১০-১১ এর ডিসেম্বর মাসে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে (ডিএসই সাধারণ সূচক দাঁড়ায় ৮৯১৯)
 - জুলাই ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১১-এর মধ্যে ডিএসই সাধারণ সূচক বেড়েছে ৩৪.৭%
 - বাজার মূলধন বেড়েছে ২৯.৫%
 - মূলA-আয় অনুপাত বেড়েছে ২৬.৩%
 - ডিসেম্বর ২০১১ এ বাজার মূলধন দাঁড়ায় জিডিপি'র ৫১.৫%
 - জুন ২০১০-এ ছিলো জিডিপি'র ৩৮.৫%
 - অবশ্য ফেব্রুয়ারী ২০১০-এ কমে দাঁড়ায় ৩৪.১%

ডিএসই সূচক সমূহ

Indicators	FY2006-07	FY2007-08	FY2008-09	FY2009-10	FY2010-11 (July to Nov)	FY2010-11 (July to Feb)
DSE All Share price Index	১৭৬৪.১৮	২৫৮৮.০৩	২৫২০.১৫	৫১১১.৬৩	৭১৩৫.১৬	৪৩১৭.৮৯
DSE General Index	২১৪৯.৩২	৩০০০.৫	৩০১০.২৬	৬১৫৩.৬৮	৮৬০২.৪৪	৫২০৩.০৮
No. of Listed Securities	৩২৫	৩৭৮	৪৪৩	৪৫০	৪৪৫	৪৭১.০০
Total Number of Companies	২৫৯	২৭১	২৮২	২৪৩	২৪৬	২২৯.০০
Mkt capitalization (Billion USD)	৭.১২	১৪.০৭	১৯.০২	৩৮.৫১	৫২.১৫	৩৪.৪৭
Issued capital (Million USD)	২৩৮০.১৭	৪১৪৯.৭১	৬৬৩৪.৯৪	৮৭৫৫.০২	৯২৩৫.৫৬	৯৮৯৫.৬০
Turnover (Million USD)	২২.৫৭	৪৭.৯৭	১৩৬.৫৫	২৭৩.৫৩	২৭৮.৬৩	৬৯.৯২
Market P/E	১৭.২৮	২২.৮	১৮.৪৪	২৪.০৮	২৬.২৯	
GDP at current price (Bill USD)	৬৮.৪৭	৭৯.৫৬	৮৯.৩৬	৯৮.৭৫	১০১.২২	১০১.২২
Mkt cap as % of GDP	১০.৪০	১৭.৬৮	২১.২৮	৩৯	৫১.৫২	৩৪.০৬
No. of IPOs	১২	১০	১৪	২১	৯	৯

পুঁজিবাজার পরিস্থিতি: ২০০৬ থেকে ২০১১

- পুঁজিবাজারের উত্থান-পতন সময়কালকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে:
 - ডিসেম্বর, ২০১০পূর্ববর্তী সময়কাল
 - ডিসেম্বর, ২০১০ পরবর্তী সময়কাল



পুঁজিবাজার পরিস্থিতি: ২০০৬ থেকে ২০১১

	DSE (All)			DSE20			Mkt cap (bn USD)			P/E Ratio at DSE		
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2009	FY2010	FY2011	FY2009	FY2010	FY2011	FY2009	FY2010	FY2011
Yearly average	2253.8	3835.9		2233.4	2747.6		15.1	28.2		19.1	24.3	
Average (Jul-Dec)	2314.1	2950.2	6231.7	2367.4	2312.4	4431.9	14.5	22.2	45.0	21.4	20.7	27.3
Average Jan-Mar	2124.9	4515.4	5290.3	2050.8	2991.7	4701.7	14.6	32.3	40.6	16.5	29.2	26.7

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০পূর্ব পরিস্থিতি

- ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতির মূল কারণ হলো:

ক. প্রকৃত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সংকট

খ. পুঁজি বাজারের ব"বস্থাপনা ও নজরদারিতে দুর্বলতা

গ. আর্থিকখাতে শৃংখলার অভাব

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

ক. প্রকৃত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সংকট

১. পর্যাপ্ত বিনিয়োগ সুবিধার অভাব এবং ব্যাংকিংখাতে অতিরিক্ত তারল্য

- প্রকৃত অর্থনীতিতে বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি শত থেকে শততর হচ্ছে
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেসরকারী বিনিয়োগ ১৩১২৪০ কোটি (জিডিপি'র ১৯.৭%)
- বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৭% যা বিগত ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম
- ব্যাংকগুলোতে অলস তারল্য বেড়ে যাচ্ছিল (জানুয়ারী, ২০১১ শেষে দাড়ায় ২০৬৬০ কোটি টাকা)
- ব্যাংকে সঞ্চয় বিনিয়োগ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী/বড় ব্যবসায়ীর জন্য মোটেই লাভজনক হচ্ছিল না
 - সঞ্চয়ে সুদ ৭-১০ শতাংশ; মূল্যস্ফীতি বাদ দিলে প্রকৃত সুদ ১-৩ শতাংশ
 - ১০ শতাংশ করারোপ করা হয়েছে সঞ্চয়পত্রের আয়ে
- পুনর্বিনিয়োগ সুবিধা তুলে নেয়া হয়েছে (অয়েজ অর্নাস ব^স)
- সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ কমেছে (জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে -২৩.৫%)

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

- অথচ এসময়ে পুঁজিবাজারে স্বল্পকালীন বিনিয়োগ আকর্ষণীয় হয়েছে
- ৮০% কোম্পানী যারা এজিএম করেছিল তারা সঞ্চয়পত্রের সুদের চেয়ে বেশী মুনাফা/ডিভিডেন্ড দিয়েছে। এদের মধ্যে ২২% কোম্পানী রাইট শেয়ার দিয়েছে

পুঁজিবাজারে স্বল্পকালীন বিনিয়োগে অর্জিত আয়

Type of Benefit	FY2007-08		FY2008-09		FY2009-10	
	No of companies	Cumulative share (%)	No of companies	Cumulative share (%)	No of companies	Cumulative share (%)
Right share		0	3	1	25	22
50% and Above	23	12	30	14	20	41
40%-49%	5	15	12	20	2	43
30%-39%	34	34	40	37	9	51
20%-29%	36	55	38	54	18	67
10%-19%	56	86	80	90	21	87
1%-9%	14	94	11	95	7	93
No dividend	10	100	11	100	7	100
Total companies held AGM	178		225		109	
Total Number of Listed companies	271		282		243	

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

- ডিএসই ২০ এবং জেড শ্রেণীভুক্ত শেয়ারে ২০১০ সালে একবছরের কম সময়ের বিনিয়োগে গড়ে রিটার্ন পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৪৯% এবং ৩৪০% এর মতো
- স্বল্পঝুঁকি ও বেশী মুনাফার কারণে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ আকর্ষণীয় হয়েছে

পুঁজিবাজারে একবছরের কম সময়ের লেনদেনে নূনতম আয়

Year	FY2007-08			FY2008-09			FY2009-10		
	Highest	Average	Lowest	Highest	Average	Lowest	Highest	Average	Lowest
DSE20	345.98	93.58	-21.51	99.39	11.78	-31.85	184.32	48.73	-25.85
Z- category	371.43	100.3	-6.82	330.77	78.68	-34.87	2198.73	341.1	-29.93

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

২. পুঁজি বাজারে ব্যাপক হারে নতুন বিনিয়োগকারীর আগমন

- জানুয়ারী - ডিসেম্বর ২০১০ সময়কালে পুঁজি বাজারে নতুন বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ১৫% বেড়েছে। মোট বিও একাউন্টের সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ছিল ৩২ লক্ষ
 - অধিকাংশ বিনিয়োগকারীর পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব রয়েছে
- নতুন বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
 - ৩২টি জেলায় ২৩৮টি ব্রোকারেজ হাউজের ৫৯০টি শাখা খোলা হয়েছে
 - বিভিন্ন জেলায় শেয়ার মেলা করা হয়েছে
- বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে সংবাদ পরিবেশন হয়েছে তাও বিনিয়োগকারীদের আকর্ষিত করেছে
- প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিনিয়োগকারীর আগমন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

খ. পুঁজি বাজারের ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে দুর্বলতা

১. পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিচালন দুর্বলতা

- এসইসি মার্জিন ঋণের সিদ্ধান্ত বার বার পরিবর্তন করেছে
- পেসমেন্ট শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে লক-ইন সময়কাল মানা হয়নি
- রাইট শেয়ার ছেড়ে কোম্পানী টাকা তুলেছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১ সময়কালে ২০১৫ কোটি টাকা তুলেছে
- এসইসিতে অডিট রিপোর্ট পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে
- পুঁজিবাজারের অনিয়ম পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধানের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে; সফট ওয়্যারের অভাব রয়েছে

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

২. দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- এসইসিতে দক্ষ ও যোগ্য লোকের অভাব রয়েছে- চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং ভাল আইনজীবীর অভাব রয়েছে
- এসইসি'র মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল। মাসে দুটি ব্রোকারেজ হাউস পর্যবেক্ষণ করতে পারে
- নিজস্ব পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং সফটওয়্যার নেই
- অর্থমন্ত্রণালয় ও এসইসি-এর সম্পর্কের মধ্যেও সমস্যা রয়েছে
- অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির "উপদেষ্টামূলক" ভূমিকাও পুঁজি বাজার ব্যবস্থাপনায় অহেতুক চাপ ফেলছে

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

২. দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- ডিএসই এবং সিএসই'র পরিচালনাও ত্রুটিপূর্ণ
 - ডিএসইতে সফটওয়্যারের ব্যবহার "ত্রুটিপূর্ণ"
 - প্রতিদিনের লেনদেন দেবী হতে পারে যদি কয়েকটি ব্রোকারেজ হাউজ ঠিকমতো কাজ না করে
 - দুর্বল কম্পিউটার ব্যবস্থা- ফলে এসইসি'র অনেক নির্দেশনা মানা কষ্টকর হয়
 - পত্রিকানুদ্যে প্রকাশ ডিএসই জমি কিনছে রিসোর্ট স্থাপনের জন্য অথচ অবকাঠামো উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ করতে কম উৎসাহ দেখা যায়

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

৩. বাজারে অনৈতিক লেনদেন

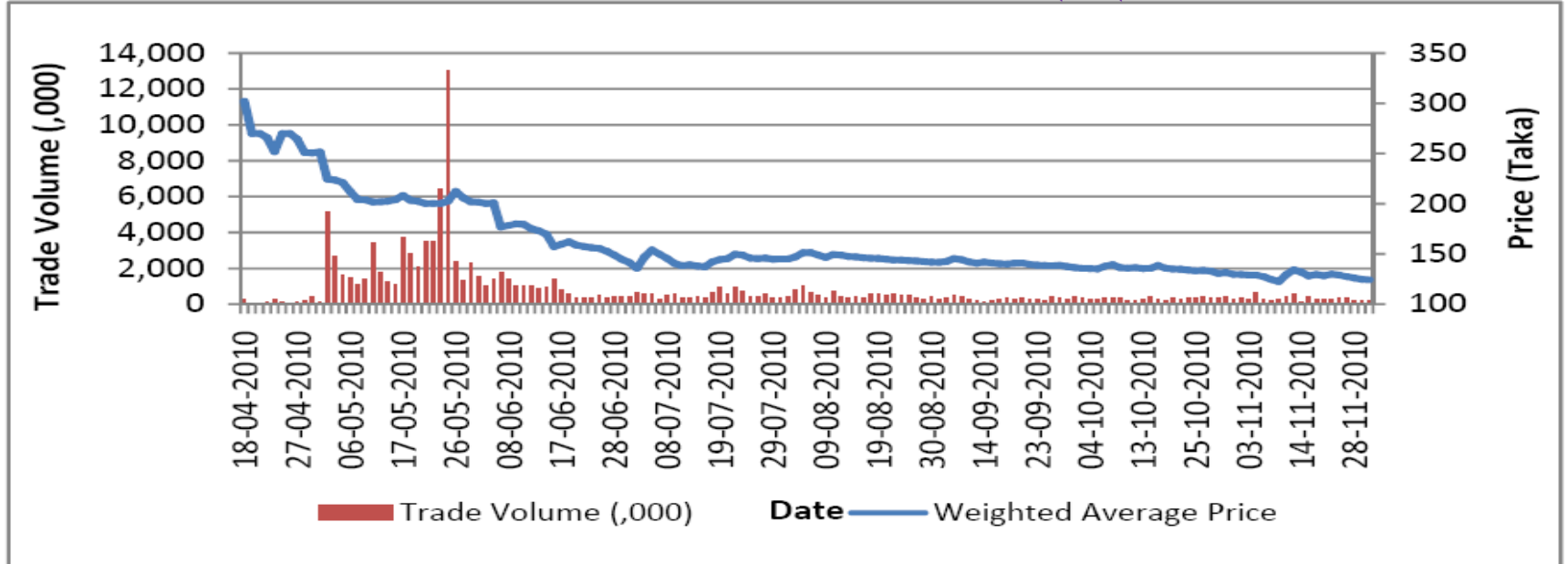
- বাজারে শক্তিশালী বুল কাটেল রয়েছে
 - অভিযোগ রয়েছে এর সাথে কতিপয় ডিএসই/সিএসই পরিচালক, এসইসি'র কর্মকর্তাকৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বড় ব্যবসায়ী, ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এবং ব্রোকারেজ হাউজের মালিকরা জড়িত
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে
 - আইপিও'র পেসমেন্ট শেয়ার লেনদেন, কতিপয় কোম্পানীর জন্য "লক-ইন" সময়কাল উঠিয়ে দেয়া এবং জেড শ্রেণীভুক্ত শেয়ার এর দাম কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করা ইত্যাদি

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

৩. বাজারে অনৈতিক লেনদেন

- বুক বিল্ডিং পক্ষতি অনেকক্ষেত্রে বহু বহার করা হয়েছে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানোর জন্য
- কোন কোন কোম্পানীর শেয়ারের দাম 'লক-ইন' সময়কাল শেষ হবার সাথে সাথে পড়তে শুরু করেছে। এতে ৩৩-৫৫% দাম পড়েছে
- একটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে ১৫ দিনের ভেতর ৮৩.৭ কোটি টাকা পুঁজি বাজার থেকে চলে গেছে। অন্য একটি কোম্পানীর ক্ষেত্রে এর পরিমাণ প্রায় ৬৪.৮ কোটি টাকা
- দুর্বল মনিটরিং বহু বস্থার জন্য এসইসি'র পক্ষে এসবের বিরুদ্ধে বহু বস্থা নেয়া এক কথায় অসম্ভব

বুক বিল্ডিং পক্ষতি বহু বহুত একটি কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যসূচকের ওঠাগুণামা



বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

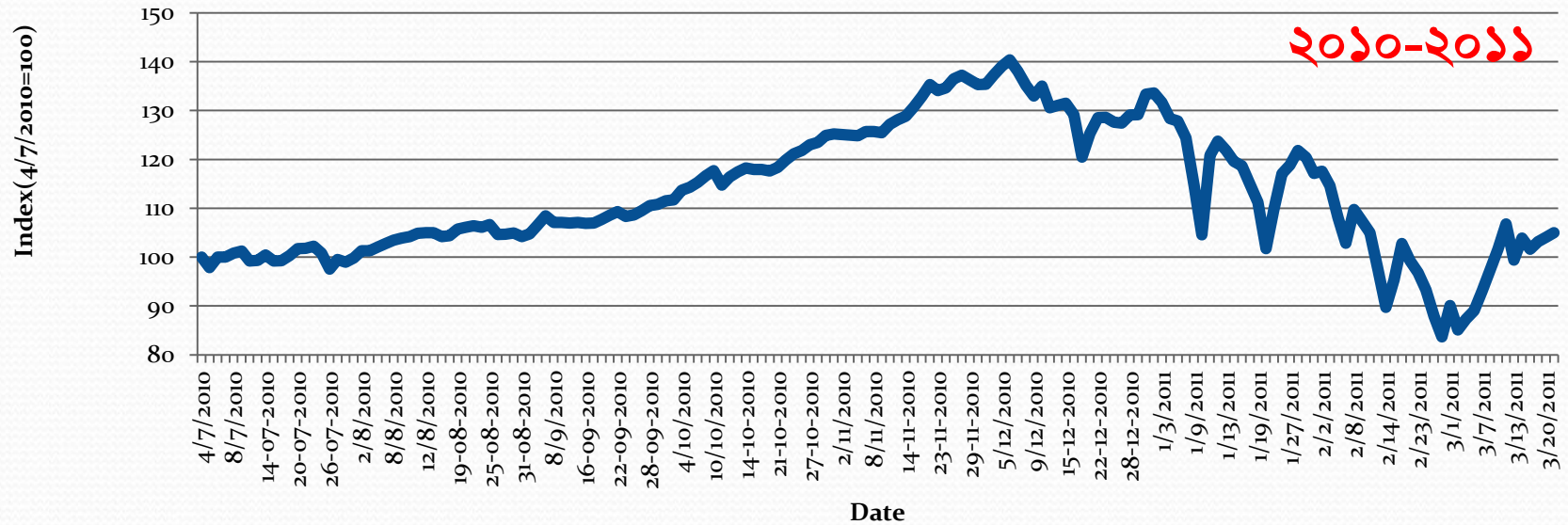
৩. আর্থিকখাতের অনিয়ম

- বেসরকারী খাতের অনেক ব্যাংক তাদের নির্দিষ্ট সীমার (ব্যাংকের মোট সঞ্চয়ের ১০%) চেয়ে বেশী বিনিয়োগ করেছে
- অনেক ক্ষেত্রে মেয়াদী ঋণ, চলতি ঋণ, ওভারড্রাফট এর অর্থ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পুরোপুরিভাবে মানা হয় নি
- ৩৫টি মার্চেন্ট ব্যাংক অথচ ২০১০ সালে মোট আইপিও এসেছে ২১টি
 - একটি মার্চেন্ট ব্যাংকের পক্ষে ন্যূনতম একটি আইপিও'র ইস্যু ম্যানেজার হওয়া দুঃকর
- মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো অনেক ক্ষেত্রে "ব্রোকারেজ হাউজের" মতো আচরণ করেছে

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পূর্ব পরিস্থিতি

- ডিসেম্বর ২০১০ এ সিপিডি'র সার্বিক মূল্যায়ন ছিল
 - সাম্প্রতিক অতিমূল্যায়িত বাজারে ১৯৯৬ সালের মতো ধ্বস নামতে পারে
 - অবশ্য অনেকে বাজারের মৌল ভিত্তির অগ্রগতির জন্য এধরনের ধ্বসকে অমূলক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন
- সিপিডি'র মূল্যায়ন ছিলো উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা না নিলে এ বাজারে পতন অবশ্যাম্ভাবী

বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পরবর্তী পরিস্থিতি



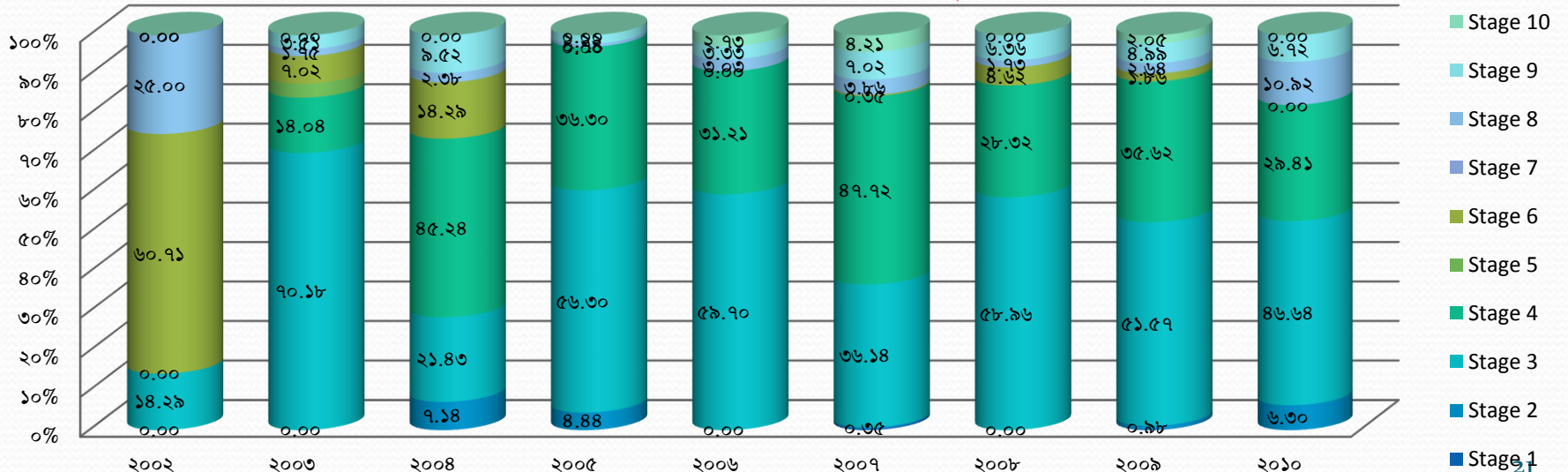
বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পরবর্তী পরিস্থিতি

১. শেয়ার বাজার পতনের পর যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল

শাস্তিভূমক ব্যবস্থা

- এসইসি'র একজন সদস্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের জন্য সরিয়ে দেয়া হয়েছে
- এসইসি'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে
- তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে; শীঘ্রই তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে সরকারের কাছে
- ৬টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে আর্থিক হিসাব না প্রকাশ করার জন্য জরিমানা করা হয়েছে
- ৬টি ব্রোকারেজ হাউসের বিরুদ্ধে লেনদেন অনিয়মের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে

শেয়ার বাজারে অনিয়মের অভিযোগে এসইসি'র গৃহীত ব'ব'ব'হাদি



বাজার পরিস্থিতি বিশেষণ: ডিসেম্বর, ২০১০ পরবর্তী পরিস্থিতি

পরিচালনামূলক ব্যবস্থা

- বুক বিল্ডিং পদ্ধতি স্থগিত রাখা হয়েছে। সংশোধিত বুক বিল্ডিং পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলছে
- শেয়ার বাই-ব্যাক সংক্রান্ত আইন প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
- ট্রিগার-সেলিং বন্ধের বিষয়ে আইন প্রণয়নের কথা হচ্ছে
- সঞ্চয়-বিনিয়োগ সীমার বাস্তবায়নের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে
- ডিমিচুয়ালাইজেশন এর আলোচনা হচ্ছে

আর্থিক সহায়তামূলক ব্যবস্থা

- ৫০০০ কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড গঠন করা হয়েছে
- ৬০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে আইসিবি

ব্যবস্থাপনাগত ব্যবস্থা

- এসইসি আরও লোকবল নিয়োগ করতে যাচ্ছে
- এসইসির ব্যবস্থাপনায় বড় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি

পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়ন: কতিপয় সুপারিশ

সিপিডি তার মূল্যায়নে বলেছিলো

- পুঁজি বাজারের সমস্যা তারল সংকট জনিত বা তারল সরবরাহজনিত সমস্যা নয়
 - এ বাজারের সমস্যা সুশাসনের অভাবের সমস্যা, অনৈতিক লেনদেনের সমস্যা আর আর্থিক খাতের শৃংখলার সমস্যা

পরিচালনাগত সুপারিশ

- পুঁজি বাজারে স্বল্প মেয়াদী লেনদেন নিরুৎসাহিত করা দরকার; স্বল্প মেয়াদী লেনদেনের ওপর বিভিন্ন মেয়াদী করারোপ করা যেতে পারে
 - এজন্য শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবস্থা দরকার
- এসইসি'র পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং শক্তিশালী করা দরকার; আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করা, শক্তিশালী কম্পিউটার সফটওয়্যারের ব্যবস্থা স্থাপিত করা দরকার
- ব্রোকারেজ হাউজগুলোর কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণে আনা দরকার
- বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া দরকার
 - গুজব রটানো, শর্ট বাই/সেল, শেয়ারের অত্যধিক দাম বাড়া বা কমা
- তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া দরকার। পূর্ণাঙ্গ তদন্তে বস্তা নেয়া দরকার
- নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম নেয়া দরকার

পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়ন: কতিপয় সুপারিশ

পরিচালনাগত সুপারিশ

- এসইসি পরিচালনা পর্ষদ শক্তিশালী করা; এসইসি পরিচালনা করার জন্য বাজার-দক্ষ, সুনামধারী ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা দরকার
- প্রকৃতার্থে ডিমিউচুয়ালাইজেশন প্রতিষ্ঠা করা দরকার

নীতিগত সুপারিশ

- লিস্টেড এবং নন-লিস্টেড কোম্পানীর কর্পোরেট ট্যাক্সের ব্যবধান বাড়ানো যেতে পারে। বর্তমানের ১০% ব্যবধান বাড়িয়ে ২৫% করা যেতে পারে

ধন্যবাদ!